খেলনা ভেবে বাদাম জমি থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন বন্দুক

মেয়ের হাতে গুলিবিদ্ধ মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মেয়ের হাতে গুলিবিদ্ধ হলেন মা। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের ঘোষপুর পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর গ্রামে। ঘটনার পরেই গুরুতর জখম অবস্থায় মা কাকলি জানাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে খানাকুল জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে ঘটনার তদন্তের জন্য আহত গৃহবধূর স্বামী বাবলু জানাকে ইতিমধ্যেই পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গেছে। বাবলু পেশায় ভাগচাষী। আড়াই বিঘা জমিতে তিনি ভাগে বাদাম চাষ করেছেন। কিন্তু তাঁদের নাবালিকা মেয়ে মধুমিতার হাতে কিভাবে গুলি ভর্তি বন্দুক এলো তাও খতিয়ে দেখছে খানাকুল থানার পুলিশ। অপরদিকে ওই গুলি

আদৌ মেয়ে করেছে কিনা, নাকি অন্য কেউ করেছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। জানা গেছে, এদিন সকালে খানাকুলের রঘুনাথপুরে বাড়ির পাশে বাদাম জমিতে বাদাম তুলতে গিয়ে জমির মধ্যে ওই বন্দুকটি দেখতে পান গৃহবধূ কাকলি জানা। সেটিকে খেলনা বন্দুক ভেবে ঘরে নিয়ে যান। সেই বন্দুক নিয়েই মধুমিতা তার ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিল। তখনই সেখান থেকে গুলি বেরিয়ে মায়ের পিঠে লাগে। গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন মা। মধুমিতা ভয়ে বন্দুকটিকে পাশের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকেরা তড়িঘড়ি আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে কাকলিকে ভর্তি করেন। এই ঘটনায় ওই গৃহবধূর স্বামী বাবলু জানা বলেন, ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলাম না। ঘোষপুরে বাজার করতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ প্রতিবেশিদের কাছ থেকে ঘটনার খবর পাই। তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আরামবাগ হাসপাতালে নিয়ে যাই। অন্যদিকে আহত কাকলি জানা বলেন, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালে বাদাম তুলতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ জমিতে বন্দুকটি দেখতে পাই। ওটি আসল বলে বুঝতে পারিনি। খেলনা ভেবেই সেটি মেয়ের হাতে তুলে দিই। মেয়ে ওটি নিয়ে খেলছিল। তখনই বন্দুক থেকে গুলি ছিটকে এসে আমার গায়ে লাগে। প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রতিবেশি ও আমার পরিবারের লোকজন আমায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে জানা গেছে, বাদাম জমিতে গুলিভর্তি বন্দুক কিভাবে এলো তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খানাকুল থানার পুলিশ।

হঠাৎ ঝড়ে বিপর্যস্ত চন্দননগর

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎই ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় হুগলির চন্দননগর এলাকার বেশ কিছু অঞ্চল। ঝড়ে গাছ পড়ে উর্দিবাজার এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ওয়ার্ডে বহু গাছ ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ে কাঁচা ও পাকা বাড়িও। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের চন্দননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। চন্দননগর থানার পুলিশ, মেয়র রাম চক্রবর্তী, বিরোধী দলনেতা রাম তেওয়ারী এবং চন্দননগর পৌরসভার কাউন্সিলররা উপস্থিত হয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারের কাজে নামেন। ঘটনার পরেই এদিন

ওই সব এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মেয়র রাম চক্রবর্তী জানান, হঠাৎই ঝড়ে গাছ পড়ে বেশ কিছু ওয়ার্ডের কাঁচা ও পাকাবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি যান চলাচল ও যানবাহনের ক্ষতি হয়েছে। যেহেতু এদিন রবিবার ছুটির দিন ছিল তাই পৌরনিগমের সাফাই কর্মীদের তেমনভাবে পাওয়া না যাওয়ায় কাজে দেরি হয়। পরে জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও উদ্ধার কাজে নজরদারি রাখা হয় বলে জানা গেছে।

প্রয়াত জনপ্রতিনিধিদের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ প্রয়াত জনপ্রতিনিধিদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হুগলির তারকেশ্বর ব্লকের পূর্ব রামনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। সদ্য প্রয়াত জেলা পরিষদ সদস্য মালা সাহা ও রামনগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গৌরীশঙ্কর ঘোষকে এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর পুরসভার উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু, রামনগরের বিধায়ী প্রধান বাপী রায়, এলাকার প্রবীণ শিক্ষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মালা সাহার স্বামী রাজীব সাহাও। এই স্মরণসভায় বক্তরা প্রত্যেকেই প্রয়াত জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিত্ব, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিপদে কিভাবে মানুষের পাশে গিয়ে

দাঁড়াতেন সে বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রত্যেকেই প্রয়াত জনপ্রতিনিধিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এই স্মরণসভায় প্রাক্তন জেলা সদস্য ও এবারের জেলা পরিষদের বিজয়ী প্রার্থী মালা সাহার মৃত্যুকে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন এলাকার মানুষ। তিনি যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে একের পর এক কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করছিলেন তারকেশ্বর এলাকায় তার এক অনবদ্য নজির রয়ে গেছে।

তাঁর কাজের নিরিখে তিনি হুগলি জেলা নেতৃত্বের কাছে জনদরদি নেত্রী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই স্মরণসভায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি অসংখ্য সাধারণ মানুষও উপস্থিত ছিলেন।

তারকেশ্বরে তৃণমূলের বিজয় মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রমজান মাস। তাই ইদ মিটতেই রবিবার পঞ্চায়েতের জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বিজয় উৎসব। হুগলির তারকেশ্বর বালিগোড়ি-২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। তারকেশ্বরের ২৯নং পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী মইদুল ইসলাম ও এলাকার ১২নং সংসদ থেকে জয়ী প্রার্থী মমতাজ মল্লিককে নিয়ে এই মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুমনা ঘোষ, তারকেশ্বর পৌরপ্রধান স্বপন সামন্ত, ছাত্রনেতা হাসিবুল মল্লিক, কাউন্সিলর উত্তম ভাণ্ডারী, বালিগোড়ি-২নং অঞ্চল সভাপতি দেবীপ্রসাদ রক্ষিত প্রমুখ। এছাড়াও অসংখ্য তৃণমূল কর্মী-সমর্থক সবুজ আবির মেখে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে স্থানীয় মানুষকে ধন্যবাদ জানান। তৃণমূলকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজে সমর্থন করার জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান। এই মিছিলকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে এদিন এই অঞ্চলের ১১৩নং বুথে বিজয়ী নির্দল প্রার্থী বিকাশ প্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি সেখ আনসার আলি মণ্ডল তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়াল ইস্পাত সংঘ। নবম শ্রেণির ৪০জনকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে দু'বছরের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। শনিবার সন্ধ্যায় হুগলির চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান হয়। ইস্পাত সংঘের সম্পাদক শিবশঙ্কর ঢালি ক্লাবের বধূমুখী পরিকল্পনার কথা জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, বিরোধী দলনেতা রমেশ তেওয়ারী, ডাঃ অলোক রায় চৌধুরী ও বিমলা দাসসহ আরও অনেকে। সভায় মাধ্যমিকে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য প্রেরণা মণ্ডল ও উর্মি শর্মাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি সুশান্ত সিংহ। এরপর দেবশঙ্কর হালদার অভিনীত 'বিপজ্জনক' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

তারকেশ্বরে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী আলোকস্তম্ভের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বরে পূর্ণাঙ্গ পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২০১৭ সালে ১ জুন তারকেশ্বর উন্নয়ন পরিষদের অধীনে যে উন্নয়নের বার্তা রেখেছিলেন তারই কাজ চলছে শহরজুড়ে। উন্নয়ন পরিষদের আওতায় তারকেশ্বরকে নতুন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করতে আধুনিক উন্নতমানের বিদ্যুৎসাশ্রয়ী স্তম্ভের সূচনা করেন তারকেশ্বর পৌরপ্রধান স্বপন সামন্ত ও উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু। তারকেশ্বর পুরসভার পক্ষ থেকে পৌরপ্রধান ও উপপৌরপ্রধান জানান, তারকেশ্বরকে আধুনিক রূপ দিতে তারা বদ্ধপরিকর।

আধুনিক এই আলোকসজ্জার মধ্যে দিয়ে তারকেশ্বরবাসী তারকেশ্বরকে নতুন রূপে দেখতে পাবে। পাশাপাশি তারকেশ্বরে আসা অগণিত তীর্থযাত্রীও নবরূপে তারকেশ্বরকে দেখার সুযোগ পাবেন। এদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই আলোকসজ্জার উদ্বোধন হয়।

রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রমের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলির খানাকুলের বলাইচক রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রমের উদ্যোগে, আরামবাগ ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় রবিবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সকাল থেকেই বলাইচক গ্রামে সংস্থার অফিস ঘরে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে স্থানীয় এলাকার প্রায় ১০জন মহিলাসহ ৫০জন পুরুষ রক্তদান করেন বলে জানা গেছে। এদিন রক্তদানের পাশাপাশি রামকৃষ্ণদেবের জীবনদর্শন নিয়ে এক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সংস্থার সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তারা।

বাড়িতে তালাবন্ধ বৃদ্ধ, উদ্ধার পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ রবিবার হুগলির ডানকুনি থানার বন্দেরবিল এলাকায় বাড়িতে তালাবন্ধ করে রাখা এক বৃদ্ধকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে ডানকুনি থানার পুলিশ ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে। জানা গেছে, এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক সমস্যাজনিত জটিলতার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। বৃদ্ধকে তালা মেরে বন্ধ করে রাখার ঘটনা ডানকুনি থানায় পৌঁছায়। এরপর পুলিশ তালা খুলে বৃদ্ধকে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় কাউন্সিলর মনোজ গায়েন জানান, ওই পরিবারের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ। বিষয়টি নিয়ে মামলাও চলছে। তবে তালা বন্ধ করে রাখার খবর জানা নেই।

রক্ষাকালীমাতা ও গ্রহরাজবাবার পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বরে তেঘরী গ্রামে মহাধুমধামের সঙ্গে রক্ষাকালীমাতার পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই পুজোকে কেন্দ্র করে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান। পাশাপাশি তারকেশ্বরের মৌচাক ক্লাবের পরিচালনায় শ্রীশ্রী কালীমাতা ও শ্রীশ্রী গ্রহরাজবাবার বাৎসরিক পুজো উপলক্ষ্যে এক বিশাল প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের খাতা ও কলম বিতরণ করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পথদুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। মৃতের নাম কাশীনাথ খাঁড়া(৩০)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের খড়দা-কানপুর গ্রামে। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে আছে। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। আহতের নাম তাপস লোলুই। তাঁরও ওই গ্রামেই বাড়ি। দুজনেই শনিবার রাতে তারকেশ্বরের দিক থেকে বাইকে করে ফিরছিলেন। মাঝে আরামবাগের পারুল এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন একটি বালিবোঝাই লরি তাঁদের ধাক্কা মারে। দুজনেই গুরুতর জখম হন। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। চিকিৎসকরা কাশীনাথকে মৃত ঘোষণা করেন।

লরির ধাক্কায় মৃত গৃহশিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম সুখেন্দু কুণ্ডু (৩২)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার পহলানপুর এলাকায়। তিনি পেশায় গৃহশিক্ষক। জানা গেছে, রবিবার সকালে সুখেন্দুবাবু আরামবাগের মুখাডাঙ্গা থেকে টিউশন পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই বাড়ির কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া তাঁর এক ছেলে বর্তমান।

লরির ধাক্কায় আহত বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ রবিবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটে হুগলির তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত চাউলপট্টি এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম প্রশান্ত সামন্ত। বাড়ি তারকেশ্বর রামনারায়ণপুরে। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ দশঘরার দিক থেকে তারকেশ্বর চকদিঘি রোড দিয়ে বাইক নিয়ে তারকেশ্বরের দিকে আসছিলেন প্রশান্ত। সেই সময় উল্টো দিকের একটি লরির সঙ্গে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন তিনি। মাথায় ও পায়ে গুরুতর আহত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন প্রশান্তবাবুকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয় মানুষ ও তারকেশ্বর থানার পুলিশ। কয়েক ঘণ্টা তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সূত্রের খবর, লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে চালক ঘটনার পরেই পলাতক।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।

ভাগ্নে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত, রক্তদান শিবির মামার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুণ্ডা ঃ নিজের ভাগ্না অনিমেষ সাত বছর বয়স থেকে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। এখন ভাগ্নার বয়স ১৯ বছর। অর্থাৎ প্রায় ১২ বছর ধরে রক্ত দিতে হচ্ছে ভাগ্নাকে। প্রতি ২২ দিন ছাড়া কলকাতার 'মিশন অফ মার্সি' হাসপাতালে তার এই রক্ত পরিবর্তনের চিকিৎসা চলছে। এর জন্য ওই হাসপাতালেই নিয়মিত তার রক্তের ব্যবস্থা করে। আর তার পরেই ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পরামর্শে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছিলেন মামা আশিস রাউত। আশিসের বাড়ি হুগলির পুরশুড়ার সুঁদরুশ গ্রামে। ভাগ্নারও বাড়ি ওই গ্রামে। আশিস চাঁপাডাঙ্গায় একটি দোকানে কাজ করেন। ভাগ্নার চিকিৎসা করাতে গিয়ে রক্তদানের গুরুত্ব বুঝে তিনি গত চার বছর ধরে গ্রামে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চলেছেন। সুঁদরুশ রুরাল ভিলেজ সেবাসমিতির মাধ্যমে তাঁর এই উদ্যোগ। মূলত

তিনিই প্রতিবছর গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন জানিয়ে এই শিবির করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও সেবাসমিতির অন্যান্য সদস্যরাও এই কাজে তাঁকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবিবার তাঁরা গ্রামে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। কলকাতা থেকে মিশন অফ মার্সির চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ানরা ওই রক্ত নিতে উপস্থিত ছিলেন। এদিন মোট ১০০জন রক্তদান করেন। এবিষয়ে উল্লেখ্য, শুধু এদের মধ্যে ৪৭জনই মহিলা। এমনকি রক্তদাতাদের মধ্যে ২৪জন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছেন। আশিসবাবু জানালেন, ভালো কাজ করতে চাইলে এখনও গ্রামের মানুষ সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এই রক্তদান শিবিরের আয়োজনে তা আরও একবার প্রমাণিত। আমি চাই থ্যালাসেমিয়া রোগী এবং গ্রীষ্মকালীন রক্তসঙ্কটের কথা ভেবে প্রতিটি এলাকাতেই এধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হোক।